উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের নাম ঘোষণা করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হচ্ছেন ড. সুবীরেশ ভট্টাচার্য। সোমবার বিকাশ ভবন থেকে ওই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এদিনই নির্দেশিকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই সুবীরেশবাবু কাজে যোগ দেবেন। প্রসঙ্গত, শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সোমনাথ ঘোষের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তারপরই নতুন উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা শুরু হয়। নতুন উপাচার্যের নাম ঘোষণা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা খুশি। একজন আধিকারিক বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় অভিভাবকহীন হয়ে পড়ায় প্রশাসনিক কাজে সমস্যা হচ্ছিল। সেই সমস্যা এখন আর থাকবে না। সোমনাথবাবুর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনও নতুন উপাচার্যের নাম ঘোষণা না হওয়ায় আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।’

ভাতা বন্ধ হওয়ায় বিপাকে বৃদ্ধ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিপিএল তালিকাভুক্ত হয়েও বৃদ্ধভাতা না পাওয়াতে গুরুতর সমস্যার মুখে পড়েছেন গৌরাঙ্গ বসাক। মঙ্গলবার তিনি জানান, তাঁর বাড়ি মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়িতে। তাঁর বিপিএল কার্ড রয়েছে। ২০১৪ সালে তিনি বৃদ্ধভাতা হিসেবে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা পেয়েছেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকে তিনি আর বৃদ্ধভাতা পাচ্ছেন না। প্রশাসন ও পঞ্চায়েত দপ্তরে বারবার যাতায়াত করেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। তিনি রিকশা চালিয়ে কোনোভাবে জীবিকানির্বাহ করছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর শারীরিক দুর্বলতার জন্য আর রিকশা চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জীবিকানির্বাহে তিনি একেবারেই অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। মঙ্গলবার গৌরাঙ্গবাবু তাঁর বৃদ্ধভাতার দাবি করে চ্যাংরাবান্ধায় অবস্থিত মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিওর কাছে চিঠি দিয়েছেন। এদিন বিডিও অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

বিকল্প চায় কোচবিহার

প্রথম পাতার পর

প্রতিবেশী দেশ ভুটানের বাসিন্দারাও উপকৃত হবেন। তৃণমূল নেতাদের সাফ দাবি, দার্জিলিং মেলের দাবিতে আন্দোলন চলবেই। আলিপুরদুয়ারের সমাজকর্মী রাতুল বিশ্বাস, তরাই-ডুয়ার্স নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক ল্যারি বোস, আলিপুরদুয়ার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে প্রমুখ জানিয়েছেন, দার্জিলিং মেলের দাবিতে যেকোনো আন্দোলনকে তাঁরা সমর্থন করবেন। এই রুটে দার্জিলিং মেল না চালানোর অন্যতম কারণ হিসেবে ডুয়ার্স রুটে হাতির করিডর থাকার যে যুক্তি রেল দিয়েছে তা খণ্ডন করে তাঁরা বলেন, হাতি বাঁচিয়ে ট্রেন চালাতে যেসব পদক্ষেপ করার কথা ছিল রেলের, তার বেশিরভাগই রূপায়ণ করেনি রেলমন্ত্রক ও বন দপ্তর। রেল ও বন দপ্তরের সমন্বয়ের অভাবেই বারবার হাতি ট্রেনে কাটা পড়ছে। হাতি বাঁচিয়েও এই রুটে ট্রেন চালানো সম্ভব, মন্তব্য তাঁদের।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৈরি করে উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের কাজের গতি কি বেড়েছে ?

SMS করুন।
আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার পিছনে কি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি দায়ী?

হ্যাঁ	না
৩৪%	৬৬%

দিনের কথা

উন্নয়ন কী করে করতে হয়
মোদি আমার কাছে শিখুন।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
(নদিয়ায় দলীয় জনসভায়)

আবহাওয়া

১৩ ফেব্রুয়ারির তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	২৯.১	২১.৮
শিলিগুড়ি	২৫.৫	১২.২
জলপাইগুড়ি	২৮.৮	১৩.৫
কোচবিহার	২৯.০	১১.২
মালদা	২৬.৮	১৭.২
রায়গঞ্জ	২৭.৭	১৬.৩
আলিপুরদুয়ার	২৮.২	১২.০
গ্যাংটক	১৪.৪	৫.১

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ
পরিষ্কার আকাশ।

লকআপে প্রাথমিক শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দিনহাটার এসডিপিওর সঙ্গে বিধায়ক উদয়ন গুহ।

শিবির করে চালকদের বোঝাল নিগম

বাস চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার নয়

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্দেশিকা আগেই জারি করা হয়েছিল। এবারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) চালক ও কনডাক্টরদের রীতিমতো এক শিবিরে শামিল করে বাস চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার বিষয়ে তাঁদেরকে বোঝানো হল। ট্রাফিক নিয়ম মেনে কীভাবে বাস চালাতে হবে সে বিষয়ে জানান দিতে ১৫ জন চালক ও কনডাক্টরকে নিয়ে মঙ্গলবার কোচবিহারে নিগমের পুরানো ডিপোর হলঘরে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে উপস্থিত থেকে নিগমের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী ট্রাফিক নিয়ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে চালক ও কনডাক্টরদের সচেতন ও সতর্ক করেন। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে এক বাস দুর্ঘটনার পিছনে কারণ হিসাবে চালকের মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিযোগ উঠে এসেছিল। বাস চালানোর সময় চালকরা যাতে কোনোভাবেই মোবাইল ফোন ব্যবহার না করেন সেজন্য এনবিএসটিসির তরফ থেকে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়। এবিষয়ে তাঁদেরকে আরও সচেতন করতে রীতিমতো শিবিরে ডেকে নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এদিন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছে, বাস চালানোর সময় চালক ও কনডাক্টররা যাতে মোবাইল ফোনে কথা না বলেন, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া সহ ইনটারনেট ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাস চালানোর সময় যতটা সম্ভব খাবার ও জল না খাওয়া, ম্যাপ বা অন্য কিছুর দিকে না তাকানোর বিষয়েও তাঁদেরকে বোঝানো হয়েছে। সমস্ত ট্রাফিক নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট গতিতে বাস চালানোর বিষয়েও এদিন চালক ও কনডাক্টরদের জানানো হয়।

এনবিএসটিসি

নিগমের চেয়ারম্যান মিহিরবাবু বলেন, ‘জ্বালানি তেল সাশ্রয়ের বিষয়ে অবগত করতে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর বাসচালকদের ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি এক দুর্ঘটনার জেরে বাস চালানোর সময় চালকরা যাতে মোবাইল ফোন ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি কোনো চালককে কানে মোবাইল ফোন দিয়ে বাস চালাতে দেখা যায় তবে তাঁকে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ট্রাফিক নিয়ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে চালক ও কনডাক্টরদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।’

এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে নিগমের কোচবিহার ডিভিশনের কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক ও প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার

ফের মোবাইল উদ্ধার, জেলারকে ধাক্কা বন্দিদের, উত্তেজনা

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে তল্লাশি চালিয়ে ফের বন্দিদের কাছে মোবাইল ফোনের হদিস মিলল। শুধু তাই নয়, সোমবার রাতে ওই তল্লাশির পর মঙ্গলবার সকালে বন্দিদের একাংশ চড়াও হল খোদ জেলার রাজীব রঞ্জনের উপর। সংশোধনাগারের একটি সূত্রের খবর, বন্দিদের ধাক্কাধাক্কিতে সামান্য আহত হন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের জেলার। উত্তেজিত বন্দিদের নিয়ন্ত্রণ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয় কারারক্ষীদের। জেলার অবশ্য বলেছেন, তল্লাশির সঙ্গে এদিনের ঘটনার কোনো যোগাযোগ নেই। এদিন বন্দিদের দু-পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। সেই সময় আমি ও আমার কর্মীরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার সময় আমাকেও ধাক্কা দেওয়া হয়। কোনো লাঠিচার্জ করা হয়নি বন্দিদের উপর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সংশোধনাগারে তল্লাশি শুরু করে জলপাইগুড়ি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। অভিযানে বন্দিদের সেল থেকে বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন এবং নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর আগে গত মাসে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার পরিদর্শনে এসেছিলেন এআইজি কারা কল্যাণকুমার প্রামাণিক। তাঁর পরিদর্শনের সময় সংশোধনাগারে বন্দিদের সেল থেকে উদ্ধার হয়েছিল ২৫টি মোবাইল ফোন এবং প্রায় ৪০০ গ্রাম গাঁজা। এরপর নিরাপত্তা জোরদার করতে বেশ কিছু পদক্ষেপের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিল সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। সেই সময় এআইজি কারা জানিয়েছিলেন, কর্মীদের একাংশের উদাসীনতা এবং কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই সংশোধনাগারে বন্দিদের হাতে মোবাইল পৌঁছে যাচ্ছে। তারপরেও সোমবার রাতে ফের তল্লাশির সময় মোবাইল ফোন উদ্ধার হওয়ায় সংশোধনাগারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সোমবার রাতের তল্লাশির পর মঙ্গলবার সকালে ওয়ার্ডে রাউন্ডে যান জেলার রাজীব রঞ্জন। অভিযোগ, তখন বন্দিদের একাংশ রাজীববাবুর উপর চড়াও হয়। সেই সময় এক বন্দি রাজীববাবুকে আঘাত করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সংশোধনাগারের কর্মীরা লাঠিচার্জ করেন। এই বিষয়ে জেলার অবশ্য বলেন, তল্লাশির ঘটনার সঙ্গে মঙ্গলবারের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। এদিন সকালে কিছু বন্দি নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করছিল। আমরা গিয়ে বিষয়টি মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দিই। কোনো লাঠিচার্জ হয়নি সংশোধনাগারের ভেতর। উভয়পক্ষের গণ্ডগোল মেটানোর সময় উত্তেজনাবশত আমার গায়ে আঘাত লাগে। এটা কোনো ইচ্ছাকৃত আঘাত করার ঘটনা নয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

ঝুঁকি নিয়ে টোটোতে মাল বহন মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পথ নিরাপত্তা নিয়ে সর্বত্র জোরদার প্রচার চললেও পথ নিরাপত্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে ঝুঁকি নিয়েই মেখলিগঞ্জে চলছে টোটোতে মাল পরিবহণ। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ পথচারীদের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সমিতির কর্তারাও ক্ষুব্ধ। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডেই রয়েছে মূল বাজারটি। এই বাজার এলাকাতে আছে বাড়ির নির্মাণ সামগ্রীর বেশ কয়েকটি দোকান। অভিযোগ, এইসব দোকান থেকে লোহার রড টোটোতে তুলে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই নির্মাণ সামগ্রী পরিবহণের সময় সামান্য নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখেন না টোটোচালকরা। লোহার রডের ছুঁচালো অংশ বিপজ্জনকভাবে বেরিয়ে থাকে। ফলে যে কোনো মুহূর্তে বড়ো ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। এ বিষয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক গোপালপ্রসাদ সাহা বলেন, ট্রাকে করে বাঁশ নেওয়ার সময় ও টোটোতে লোহার রড নেওয়ার সময় লাল কাপড় ও অন্য কিছু শেষপ্রান্তে বাঁধা থাকা উচিত। তাহলে সহজেই তা অন্যের চোখে পড়বে।

অন্যদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক টোটোচালকরা জানান, ঝুঁকি নিয়ে টোটোতে মাল পরিবহণের ক্ষেত্রে শুধু টোটোচালকদের দোষ দিলেই চলবে না, যে দোকান থেকে নির্মাণ সামগ্রী তোলা হচ্ছে, নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার দায়িত্ব সেই দোকান মালিকের ওপরেও বর্তায়। শহরবাসীর দাবি, শুধু হেলমেটহীন বাইকচালকদের জরিমানা করেই দায়িত্ব পালন না করে বিপজ্জনকভাবে পণ্য পরিবহণের অন্য বিষয়গুলিতেও পুলিশ ও প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত। এদিকে, পুর এলাকায় এরকম ঝুঁকি নিয়ে মাল পরিবহণ বন্ধের বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

শিবমেলা শুরু

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা শিবমন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হল সপ্তাহব্যাপী ৭৬তম শিবমেলা। মেলার উদ্বোধন করেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমাকান্ত বর্মন।

লকআপে প্রাথমিক শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু দিনহাটায়

দিনহাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ থানার লকআপে প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দিনহাটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সৌম্যদীপ চক্রবর্তী (২৮)। টিয়াদহ গোর্খার পাড় পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌম্যদীপবাবু দিনহাটা নিগমনগর বামনটারি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মাকে নিয়ে তিনি অবশ্য গত কয়েক মাস ধরে দিনহাটা শহরের বোর্ডিংপাড়া এলাকায় ভাড়া থাকতেন। পুলিশের সঙ্গে ঝামেলার অভিযোগে সোমবার রাতে ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে লকআপে ওই ব্যক্তির কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় পুলিশ তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি কীভাবে মারা গেলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, মানবাধিকার কমিশনের নিয়ম মেনে তদন্ত করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১২টা নাগাদ দিনহাটা শহরের বউবাজার এলাকা থেকে সৌম্যদীপবাবুকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, তিনি কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর সঙ্গে ঝামেলা করছিলেন। রাতে দিনহাটা শহরের লকআপে ঢোকানোর সময় ওই শিক্ষকের কাছ থেকে নেশার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ উদ্ধার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। লকআপে ঢোকানোর পর ওই শিক্ষক সেখানে সারা রাত ঘুমোন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় পুলিশ তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পাওয়ার পর ওই শিক্ষকের মা, আত্মীয়-পরিজনরা তড়িঘড়ি হাসপাতালে উপস্থিত হন। সৌম্যদীপবাবুর মৃত্যুর খবরে তাঁর মা শেফালিদেবী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালেই ভরতি করা হয়।

মৃতের মামা রতন সরখেল বলেন, ‘বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৌম্যদীপের সঙ্গে সোমবার রাতেও আমার কথাবার্তা হয়। এরপর আজ সকালে ওর মৃত্যুর খবর পেলাম। কীভাবে কী হল বুঝে উঠতে পারছি না।’ শিক্ষকের মৃত্যুর খবর পেয়ে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এল দিব্যা, দিনহাটার এসডিপিও কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে পৌঁছান। ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত করে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। বিধায়ক তথা দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান উদয়ন গুহও এদিন হাসপাতালে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ‘শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা ময়নাতদন্ত করলেই স্পষ্ট হবে।’ এদিকে, এই মৃত্যুর ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে রীতিমতো ক্ষোভ ছড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দিনহাটা নিবিড় মণ্ডলের সভাপতি ধর্মেন্দ্র সিংহ বলেন, ‘লকআপে শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনার আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছি।’

কীভাবে ওই শিক্ষক মারা গেলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই শিক্ষকের কপালে থাকা আঘাতের চিহ্ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি নিগমনগরে স্কুল শিক্ষকদের একটি সম্মেলন শেষে মারামারির ঘটনায় ওই শিক্ষক আহত হয়েছিলেন। এর আগেও একাধিকবার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা করার অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সচেতনা শিবির
উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা

কোচবিহারে এনবিএসটিসির পুরানো বাস স্ট্যান্ডে ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’ নিয়ে কর্মশালা। ছবি ঃ জয়দেব দাস

প্রেমিকের পরিবারের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ যুবতির

সিতাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রথমে প্রেম, তারপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্রমাগত সহবাস। বিয়ের জন্য জোর করলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার প্রচেষ্টা। এসমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে সোমবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন প্রেমিকা। ঘটনাটি ঘটেছে সিতাই থানার অন্তর্গত চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বরথর গ্রামে। আর থানায় এই অভিযোগ দায়ের করায় মঙ্গলবার প্রেমিকের পরিবারের লোকরা প্রেমিকার পরিবারের উপর আক্রমণ চালান বলে অভিযোগ। বর্তমানে প্রেমিকার পরিবারের দুইজন কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। অবশ্য প্রেমিকের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

অভিযোগকারী যুবতি টেলিফোনে জানান, প্রতিবেশী জনৈক যুবকের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিযুক্ত যুবক তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব দিলে ওই যুবক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা বেঁকে বসেন। গ্রাম্য সালিশিতে পক্ষপাতিত্ব করে যুবককে রেহাই দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁকে বিষ খাইয়ে মারার চক্রান্ত করা হয়েছিল বলেও মেয়েটি জানান। এদিকে গত সোমবার যুবকের অন্যত্র বিয়ে স্থির হওয়ায় বাধ্য হয়ে সিতাই থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ওই যুবতি। সূত্রের খবর, সোমবার রাতে ওই যুবকের অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত যুবক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা ওই যুবতি এবং তাঁর পরিবারের উপর আক্রমণ চালান বলে অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে যুবকের পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। অভিযুক্ত যুবকের বাবা (খলিল মিয়াঁ) বলেন, ‘উভয় পরিবারের মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের। সেই বিবাদের জেরে চক্রান্ত করে আমার ছেলে এবং পরিবারের সদস্যদের ফাঁসানো হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ওই যুবতি এবং তাঁর পরিবারের লোকরাই আচমকা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়।’ এবিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপনকুমার দাস বলেন, গ্রাম্য সালিশির দ্বারা দুই পরিবারের ঝগড়া মেটানোর চেষ্টা করেও ফল মেলেনি। সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, উভয় পরিবারের কয়েকজনকে মঙ্গলবার সকালে অসুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে দুইজনকে এমজেএন হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে সিতাই থানার আইসি কার্তিক ভট্টাচার্য বলেন, যুবতির অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কংগ্রেসকে ছাড়াই বিজেপিকে হারাতে চায় সিপিএম

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির প্রস্তাব ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার দলের আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের আগে যে খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রকাশ্যে আনা হয়েছে, তাতে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপিকে হারানোর কথা বলা হয়েছে। তবে, কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনি আঁতাতে না গেলেও অন্য ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে জোট গড়তে আপত্তি নেই সিপিএমের। মঙ্গলবার প্রকাশিত খসড়া প্রস্তাবে সিপিএম বলেছে, হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কোণঠাসা করতে এবং জনবিরোধী আর্থিক নীতিগুলি বাতিল করার জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে হারানো জরুরি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি ও তাদের শরিক দলগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে হাত মেলানো জরুরি। তবে, কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম কোনোরকম নির্বাচনি জোট বা বোঝাপড়া করবে না। বাম এবং গণতান্ত্রিক মঞ্চ গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচিরও প্রয়োজনের কথা খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক জোট গঠন করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে একাধিকবার তর্কে জড়িয়েছেন সিপিএমের নেতারা। সীতারাম ইয়েচুরি সহ পশ্চিমবঙ্গের জোটপন্থী নেতারা মনে করেন, বিজেপিকে হারাতে গেলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা দরকার। কিন্তু দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন, কংগ্রেস এবং বিজেপির আর্থিক নীতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সম্প্রতি লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না করলে মাশুল গুনতে হবে সিপিএমকে। কারাতকে আক্রমণ করে তিনি এও বলেছেন, কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রকাশ কারাতের জয়ের অর্থ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, কেরলে যেহেতু কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল, তাই জাতীয় স্তরে তাদের সঙ্গে জোট করতে আপত্তি রয়েছে সিপিএমের। জোটপন্থী সিপিএম নেতারা অবশ্য মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপি এবং আরএসএসই সবথেকে বড়ো বিপদ। তার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে কংগ্রেসকে পাশে নেওয়া জরুরি। ১৮ এপ্রিল থেকে হায়দরাবাদে সিপিএমের ২২তম পার্টি কংগ্রেস শুরু হবে।

কোচবিহারে শুরু রাস্তার কাজ

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী গোটা রাজ্যে বেশ কিছু রাস্তার কাজের সূচনা করেছেন নদিয়া জেলার এক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোচবিহার জেলায় মোট ৯৪টি রাস্তার কাজের সূচনা হল। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ৪৫টি, গ্রাম্য পরিকাঠামো উন্নয়ন ফান্ড (আরআইডিএফ) ২টি এবং স্টেট ফান্ড থেকে ৪৭টি রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে এদিন।

জেলাপরিষদ সূত্রের খবর, জেলায় মোট ৩১৭.৮৭৩ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ২১০ কিলোমিটার, স্টেট ফান্ডের ৯৭.৯৩ কিলোমিটার এবং আরআইডিপি ৯.৬৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে। খুব দ্রুত ওই রাস্তাগুলোর কাজ শেষ করা হবে বলে জেলাপরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পান্ডা গ্রেফতার

প্রথম পাতার পর

পুলিশ সুপার আরও জানান, ব্যবসায়ী স্বপন দাসের সিমকার্ড সহ মোবাইল ফোনটিও উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৪ জানুয়ারি রাতে চাল ব্যবসায়ী স্বপন দাস বাড়ি ফেরার পথে শিলবাড়িহাট রাজ্য সড়ক থেকে অপহৃত হন। তাঁকে অপহরণ করে দিনহাটার এক বাড়িতে তোলা হয়। ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে পরদিন স্বপনবাবুর ছেলের কাছে একটি ফোন আসে। সেই ফোনের টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে পুলিশ চারদিনের মাথায় দিনহাটার একটি বাড়ি থেকে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে।

সুনীতিবালা

প্রথম পাতার পর

ছাত্রীরা যখন তখন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই ইউনিট যাতে আমার বিদ্যালয়ে খোলা যায় এবার সেই চেষ্টা করব। তবে যেহেতু সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন আমাদের বিদ্যালয়, সেই কারণে এই বিষয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে আগে কথা বলব।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও জলপাইগুড়ি শহরের ফনীন্দ্রদেব উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ গুহ বলেন, ‘খুব ভালো উদ্যোগ। এইভাবে আমাদের বিদ্যালয়েও যাতে একটি ইউনিট খোলা যায় তার জন্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে চিঠি দেব। সরকারিভাবে না হলেও বেসরকারি নার্সিংহোমের সঙ্গে কথা বলে যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে মেডিকেল ইউনিট খোলার চেষ্টা করা হবে।’

চারজনকে সাসপেন্ড

প্রথম পাতার পর

এর উপর ১১ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দুই কাউন্সিলার যথাক্রমে শুভজিৎ কুণ্ডু ও রেবা কুণ্ডু বর্তমানে গা-ঢাকা দেওয়ায় এই ওয়ার্ডগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম কীভাবে চলবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। পুর চেয়ারম্যান বলেন, ‘এদিন থেকে স্বাভাবিকভাবেই পুরসভার কাজকর্ম শুরু করা হয়েছে। তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও একজন কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ৬, ১১ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে যাতে পরিষেবা ব্যাহত না হয় সেজন্য আমি নিজে বিশেষ নজরদারি চালাব।’

সহৃদয় সাহায্যকারীর অপেক্ষায় পথ চেয়ে বিপ্লব

দেওয়ানহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার লক্ষ্যে স্কুলের বাকি সহপাঠীরা আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মগ্ন। সে সময় কঠিন অসুখ সারিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ভাবনায় আকুল উনিশের বিপ্লব সরকার। কিন্তু ভাবনা আর বাস্তবায়নের মধ্যে যে কয়েক যোজন দূরত্ব তা এই বয়সেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে সে। বেঙ্গালুরুর চিকিৎসকরা বলে দিয়েছেন, তড়িঘড়ি বিপ্লবের মাথার বাঁদিকের অংশের টিউমারের অপারেশন প্রয়োজন। কিন্তু নিতান্ত দিন এনে দিন খাওয়া কৃষি শ্রমিকের সংসারে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে অপারেশন ও চিকিৎসা অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তাই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিপ্লব বিষণ্ণ মনে প্রার্থনা করছে যদি কোনো মিরাক্যাল ঘটে, এগিয়ে আসে সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থা। তবেই যে মনের অন্ধকার ঠেলে রোদ্দুর হতে পারে।

কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোয়ামারি গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব। স্থানীয় মোয়ামারি তত্ত্বনাথ বিদ্যাপীঠ থেকে এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার কথা তাঁর। বিপ্লবের বাবা দেবু সরকার সামান্য কৃষি শ্রমিক। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যেটুকু উপার্জন হয়, তাতেই একমাত্র ছেলে ও স্ত্রী পুষ্প সরকারকে নিয়ে টেনেটুনে চলে সংসার। তার মধ্যেও বিপ্লবের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সবটাতেই বাদ সেঁধেছে একমাত্র ছেলের কঠিন অসুখ। ছেলের নানাবিধ শারীরিক সমস্যা সারানোর জন্য এ বছরের গোড়াতে চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু গেলে, চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন, বিপ্লবের মাথায় টিউমার অপারেশনের জন্য প্রয়োজন পাঁচ লক্ষ টাকা। তিন মাসের মধ্যে অপারেশন করানোর কথা বললেও তার পর প্রায় দু-মাস পেরিয়ে যাবার পরও অপারেশন খরচ জোগাড় করতে পারেননি। বাড়ি ভিটে বাদ দিয়ে শেষ সম্বল দশ কাঠা জমি বিক্রি করে সংগ্রহ হয়েছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা। কীভাবে টাকা জোগাড় হবে আর কীভাবেই বা ছেলের চিকিৎসা হবে তা ভেবে নাওয়া-খাওয়ার পাঠ চুকেছে তাঁদের।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আট বছর বয়স থেকেই বিপ্লবের বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। মাথায় যন্ত্রণা, ঘন ঘন জ্বর, খিঁচুনি, চোখ লাল হবার পাশাপাশি অজ্ঞান হয়ে যেত সে। স্থানীয়ভাবে কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে একাধিকবার চিকিৎসা করালেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে শারীরিক সমস্যাও বাড়তে থাকে। এমনকি দুই থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে থাকে বিপ্লব। শেষ পর্যন্ত এ বছরের গোড়াতে বেঙ্গালুরু নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা টিউমার অপারেশনের কথা বলেন। মার্চ মাসের মধ্যেই অপারেশন করা প্রয়োজন বলেও জানান চিকিৎসকরা।

বেঙ্গালুরুতে করা বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে যোগাযোগ করা হয় কোচবিহার জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ উজ্জ্বল আচার্যের সঙ্গে। সমস্ত রিপোর্ট দেখে তিনি বলেন, বিপ্লবের মাথার বাঁদিকের অংশে টিউমার রয়েছে। শারীরিক সমস্যা ক্রমেই বেড়ে চলায় অপারেশন প্রয়োজন। অপারেশনের পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে সে। বেসরকারিভাবে অপারেশন যে যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ সেকথাও বলেন তিনি।

স্থানীয় মোয়ামারি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক রতন দে বলেন, দুস্থ ওই পরিবারের পক্ষে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে বিপ্লবের চিকিৎসা সম্ভব বলে জানান তিনি।

হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা

প্রথম পাতার পর

সংগঠনকে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা চাঁদা দিতে পারবে না– এমন নির্দেশ জারি করেছিল পাকিস্তান। হাফিজ সঈদকে বেশ কিছুদিন গৃহবন্দিও করা হয়েছিল। তাকে ফের গ্রেফতারের জন্য ট্রাম্প সরকার চাপ বাড়ালেও পাকিস্তান জানিয়েছিল, সেদেশের কোনো আদালতে হাফিজের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বকেয়া পড়ে নেই। তাই তাকে আর গ্রেফতার করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করেছেন পাক প্রেসিডেন্ট।

বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, এর পিছনে রয়েছে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)-এর বৈঠক। তিনদিনের ওই বৈঠক আগামী রবিবার শুরু হচ্ছে। ওই বৈঠকে পাকিস্তান ‘গ্রে লিস্টেড’ হিসেবে চিহ্নিত হলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়বে ওই দেশ। ব্যাহত হবে বিদেশি লগ্নি। বাণিজ্যিক ঋণ পেতেও অসুবিধায় পড়বে ইসলামাবাদ। কয়েক মাস আগেই পাকিস্তানকে ২০০ কোটি ডলার অর্থসাহায্যের প্রস্তাব স্থগিত করে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিরাপত্তা সহায়তা বাবদ ওই টাকা পাকিস্তানকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ইসলামাবাদের ভূমিকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট অসন্তুষ্ট হওয়ায় পাকিস্তানকে অর্থসাহায্য আটকে দেয় হোয়াইট হাউস। এই প্রেক্ষিতে আগামী অর্থবর্ষে মার্কিন বাজেট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।